যুগান্তর

তারিখ 31 MAY 2013
পৃষ্ঠা ২৪

হাটহাজারীতে এইচএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় অধ্যক্ষের কারাদণ্ড

আবু তালেব, হাটহাজারী থেকে

প্রতিদিন উপজেলার ফতেয়াবাদ কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ইদ্রিস তার এইচএসসি পরীক্ষার্থী কন্যা মিফতাহুল জান্নাত সাদিয়ার কাছে পরীক্ষা শুরুর প্রায় দেড়-দুই ঘণ্টা আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস করে আসছিলেন পরীক্ষা শুরু থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। তবে চোরের দশদিন গৃহস্থের একদিন। বৃহস্পতিবার অধ্যক্ষের অপকর্ম ধরা পড়ে হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জাহান পান্নার কাছে।

বৃহস্পতিবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেয়ার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা অধ্যক্ষকে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন। হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জাহান পান্না তাকে এ কারাদণ্ড প্রদান করেন। পাবলিক পরীক্ষায় অপরাধ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে এ শাস্তি প্রদান করেন।

অধ্যক্ষ মোঃ ইদ্রিস হাটহাজারী উপজেলার ১নং ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের মধ্যাখিল গ্রামের সিরাজুল হক চৌধুরী বাড়ির মৃত মোঃ মোস্তফার পুত্র। তিনি ২০১১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ফটিকছড়ির নানুপুর লায়লা কবির ডিগ্রি কলেজ থেকে ওই কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বর্তমানে বন্দর নগরীর অক্সিজেন এলাকার অভি ভবনের ২য় তলা ভাড়া বাসায় বসবাস করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় এইচএসসি বিজ্ঞান বিভাগের গণিত প্রথম পত্রের পরীক্ষা ছিল। ফতেয়াবাদ কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ইদ্রিসের মিফতাহুল জান্নাত সাদিয়া নামের এক কন্যা এইচএসসি পরীক্ষার্থী। সে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার পরীক্ষা দিচ্ছে। তার পরীক্ষা কেন্দ্র চট্টগ্রাম কলেজে।

জানা যায়, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইসরাত জাহান পান্না গোপন সূত্রে সংবাদ পান ফতেয়াবাদ কলেজ অধ্যক্ষ কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে তার পরীক্ষার্থী কন্যাকে প্রায় প্রতি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস করে থাকেন। বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৭টায় সময় কলেজ সংলগ্ন একটি সেলুনে ছদ্মবেশে অবস্থান নেন তিনি। কলেজের প্রধান ফটক দিয়ে সকাল সোয়া ৮টায় কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন ওই কলেজের শিক্ষক। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকে দেখেন অধ্যক্ষ সেখানে নেই। পরক্ষণে ইউএনও বুঝতে পারেন অধ্যক্ষের কক্ষের টয়লেটে মোবাইলে কেউ একজন কথা বলছে। পরে ইউএনও ফোনালাপের শব্দ অধ্যক্ষের উপস্থিতি বুঝতে পেরে টয়লেটের দরজায় আড়ি পাতেন সকাল ৮টা ৪৭ মিনিটে। প্রায় ৫-৭ মিনিট মোবাইল ফোনালাপের বিষয়টি আঁচ করে প্রশ্নপত্র বলে দেয়ার ঘটনা উপলব্ধি করে ইউএনও টয়লেটের দরজায় টোকা দেন। দরজায় টোকা দেয়ার শব্দ শুনে অধ্যক্ষ তার মেয়ের সঙ্গে প্রশ্নপত্র নিয়ে ফোনালাপ বাদ দিয়ে মোবাইলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইউএনও অধ্যক্ষের ফোন নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। পরে অধ্যক্ষের কন্যা আবার তার পিতার কাছ থেকে পাওয়া প্রশ্নপত্রের অসম্পূর্ণ অংশ জানতে ফোন করলে ইউএনও নিজের হাতে ফোন নিয়ে তার পিতা একটি মিটিংয়ে আছে বলে জানান।